বাণী সংকলন

/আমি বৌদ্ধ নই অথবা ক্যাথলিক নই, আমি সত্যের অনুসারী এবং সত্যের প্রচারক, তোমরা ইহাকে বৌদ্ধ, ক্যাথলিক, তাওবাদ অথবা যাহা কিছু বলতে চাও তাহাই বলিতে পার। আমি সকলকে স্বাগত জানাই।*

~ সুমা চিঙ হাই ~

/অন্তরের শান্তি লাভ করিলে আমরা সবকিছুই লাভ করিব। সমস্ত পরিতৃপ্তি, সমস্ত পার্থিব এবং দিব্য ইচ্ছার পরিতৃপ্তি আসে ঈশ্বরের রাজ্য হইতে — আমাদের শাশ্বত ঐক্যের অনন্ত জ্ঞানের এবং অসীম ক্ষমতার আভ্যন্তরীণ অন্তরের উপলব্ধি। আমরা যদি এইগুলি না পাই আমরা কখনও তৃপ্তি পাইব না, তা যতই আমাদের অর্থ, ক্ষমতা এবং উচ্চ পদমর্যাদা থাকুক না কেন।*

~ সুমা চিঙ হাই ~

/আমাদের শিক্ষা হল এই যে তোমার এই পৃথিবীতে যা কিছু করার আছে কর, সর্বান্তকরনে কর। দায়িত্ব সচেতন হও এবং প্রতিদিন গভীরভাবে চিন্তা কর বা ধ্যান কর। নিজেকে এবং পৃথিবীকে সেবা করিবার জন্য তুমি আরও জ্ঞান, আরও শান্তি, আরও প্রজ্ঞা লাভ করিবে। ভুলিও না যে তোমার ভিতরে নিজস্ব এক সৎ সত্ত্বা আছে, ভুলিও না যে তোমার দেহ ভগবানের বাসস্থান, ভুলিও না যে তোমার অন্তরে আছে বুদ্ধ।*

~সুমা চিঙ হাই ~

ভূমিকা

যুগে যুগে মানব সমাজে বিরল ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি যীশুখৃষ্ট, শাক্যমুনি বুদ্ধ এবং মহম্মদ হলেন এরকম এক এক জন ব্যক্তিত্ব। এই তিনজন আমাদের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু আরও অনেকে আছেন যাঁদের নাম আমরা জানি না। এঁদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন এবং অনেকেই তাঁদের নাম জানে আর অন্যরা রয়ে গেছেন অজানা। এইসব ব্যক্তিদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। তাঁদের প্রভু, অবতার, সিদ্ধপুরুষ, ত্রাণকর্তা, মেসাই বা যীশু, দেবী, দেবদূত, গুরু সন্ত ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। তাঁরা আমাদের যা দিতে আসেন তা হলো জ্ঞানের আলোক, মুক্তি, উপলব্ধি ও জাগরণ। এই শব্দগুলো বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু তাদের মূলকথা হলো এক: একই আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য, নৈতিক শুদ্ধতা এবং মানুষকে অতীতের গর্ভ থেকে দেবত্বের পর্য্যায়ে উন্নীত করার উপায় আজ এখানে আমাদের কাছে আছে তবুও আমরা অল্প কয়েকজনই তাঁদের উপস্থিতির কথা জানি। তাঁদের একজন হল সুমা চিঙ হাই।

মহীয়সী চিঙ হাই জীবিত সন্ত হিসারে ব্যাপকভাবে পরিচিত হওয়ার দাবী করতে চান না। তিনি একজন নারী এবং অনেক বৌদ্ধ ও আরো অনেকে এই প্রবাদে বিশ্বাস করেন যে নারী বুদ্ধ বা জ্ঞানী হতে পারেন না। তিনি হলেন এশিয়ার বংশোদ্ভব এবং অনেক পশ্চিমী ব্যক্তি আশা করেন যে তাদের ত্রাণকর্তা দেখতে হবে তাদের মত। তবু আমাদের মত সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মানুসারীগণের যাঁরা তাঁকে জানেন ও তাঁর উপদেশাবলী পালন করেন তাঁরা জানেন তিনি কে এবং কি এটা জানলে আপনি আপনার মনের প্রসারতা ও হৃদয়ের অকপটতার পরিমাপ করতে পারবেন। এজন্য আপনার সময় ও মনোযোগ ছাড়া আর কিছুর দরকার নেই।

আমরা যারা সুমা-চিঙ-হাই এর শিষ্য বলে মনে করি এবং তাঁর সাধন পদ্ধতি (কোয়ান-ইন-পদ্ধতি) অনুসরণ করি আপনাদের এই উপক্রমণিকা উপহার দিচ্ছি। আশা করি এটা আপনাকে ঈশ্বর উপলব্ধি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে তা সে আমাদের প্রভু বা অন্য কারো মাধ্যমে হোক।

প্রভু চিঙ হাই আমাদের তপস্যা, ধ্যান ও প্রার্থনা অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তার কথা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে আমরা তবেই আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করবো যদি আমরা তাঁকে সত্যসত্যই সুখী হতে চাই তাহলে

তিনি আমাদের বলেছেন যে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ কোন গুপ্ত বা দুর্লভ জিনিষ নয়, যা যাঁরা সংসার ত্যাগ করেন কেবল তাঁরাই পেতে পারেন তাঁর কাজ হলো স্বাভাবিক জীবন যাপন করেও অন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে জাগিয়ে তোলা। তিনি বলেছেন — এটা হোলো এরকম — আমরা সবাই জানি সত্য কি। কিন্তু এটাও ঠিক আমরা সবাই তা ভুলে যাই। সেজন্য কখন কখন কাউকে আসতে হয় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে যে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, কেন আমরা সত্যকে জানবো, কেন আমরা তপস্যা করবে এবং কেন আমরা ঈশ্বর বা বুদ্ধ অথবা যাঁকে আমরা পৃথিবীতে সর্বশক্তিমান বলে মনে করি তাঁর উপর বিশ্বাস রাখবো। তিনি কাহাকেও তাঁর অনুসারী হতে বলেন নি। তিনি শুধু নিজের লব্ধ জ্ঞান উদাহরণ স্বরূপ আমাদের দেখান যাতে অন্যেরা শেষপর্যন্ত মুক্তি পেতে পারে।

এই পুস্তিকা হোলো সুমা-চিঙ-হাই-এর বাণী বা উপদেশাবলীর একটা ভূমিকামাত্র। মনে রাখবেন যে এখানে উল্লেখিত বক্তৃতার অংশ, বাণী বা প্রভু চিঙ হাই-এর উদ্ধৃতি তাঁহার নিজের, বিভিন্ন স্থান হতে গৃহীত, অনূদিত ও ভাষান্তরিত করে এগুলি প্রকাশের জন্য সম্পাদনা করা হয়েছে। আসল অডিও বা ভিডিও টেপগুলো শোনা বা দেখার জন্য আমরা আপনাদের অনুরোধ করছি। লেখার থেকে এগুলির দ্বারা আপনাদের তাঁর সম্পর্কে আরও ভালো উপলব্ধি হবে। তবে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে দেখাই হলো সবচেয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা।

কারো কারো কাছে সুমা-চিঙ-হাই হলেন তাঁদের মা, কারো কাছে তিনি তাঁদের পিতা আবার কারো কারো কাছে তিনি তাঁদের প্রিয়জন। কিন্তু অন্ততপক্ষে তিনি পৃথিবীতে পাওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। তিনি এখানে দিতে এসেছেন নিতে আসেন নি। তাঁহার বাণী, তাঁহার সাহায্য বা দীক্ষা দানের জন্য কোনওরকম মূল্য তিনি নেননা। তিনি আপনার কাছ থেকে নেবেন আপনার দুঃখ, আপনার কষ্ট আপনার বেদনা কেবল যদি আপনি এটা চান